মানবধর্ম

মানবধর্ম' কবিতার লালন শাহের অসামপ্রদায়িক চেতনার কথা তুলে ধরা হয়েছে। ফকির লালন শাহ ছিলেন মানবতাবাদী ও অসামপ্রদায়িক চেতনার অধিকারী। তাঁর ছিল অসাধারণ জ্ঞানভান্ডার। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ না করলেও নিজের চিন্তা ও সাধনা দিয়ে তিনি হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মীয় শাস্ত্র সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাঁর কাছে ধর্ম বড় ছিল না, তিনি মনুষ্যবোধকেই বড় করে দেখতেন। কারণ ধর্মের পরিচয়ের গন্ডিতে মানুষকে আবদ্ধ রাখা যায় না। ধর্ম কোন মানুষের পরিচয়ের মাধ্যম হতে পারে না। 'মানবধর্ম' কবিতার প্রতিটি লাইনে এ অভিব্যক্তিই ফুটে ওঠেছে।

মানুষের মূল পরিচয় জাতিগত নয় তাই জাত-পাত নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। পৃথিবীতে নানান দেশে নানা ধর্ম ও বর্ণের মানুষ বসবাস করে। বেশিরভাগ মানুষ ধর্ম ও বর্ণের মধ্যে পার্থক্য করে থাকে। মানুষের মধ্যে মানবতা থাকলেই তাকে আমরা সত্যিকার মানুষ হিসেবে গণ্য করি। এ পৃথিবীতে সবাই একই রক্ত-মাংসের গড়া মানুষ। জন্ম ও মৃত্যুকালে জাতের কোন চিহ্ন থাকে না। তাই জাত-পাত নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়।

'মানবধর্ম' কবিতায় মানুষ জাতির স্বরূপ তথা প্রকৃত অবস্থা উন্মোচিত হয়েছে এবং প্রমাণিত হয়েছে মানবধর্ম হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ধর্ম। পৃথিবীর সকল মানুষ এক জাতি। কোনো ভেদাভেদ নেই।

'মানবধর্ম' কবিতায় লালন শাহ্ মানুষের জাত-ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর মতে, মানুষ জন্ম ও মৃত্যুকালে যেহেতু জাত-ধর্মের চিহ্ন ধারণ করে না, তাই তাই জাত-পাত তথা ধর্মীয় ভেদাভেদ গ্রহণযোগ্য নয়। মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় সে মানুষ। সব মানুষ সমান। তাঁর কাছে মানবধর্মই আসল ধর্ম বলে বিবেচিত।

সকল মানুষকে এক জাতি হিসেবে উল্লেখ করে বজ্জাতিদের চরমভাবে ঘৃণা করা হয়েছে। কারণ, সকল মানুষ একই পৃথিবীর সন্তান। একই চন্দ্র-সুর্যের আলোতে সকলের বসবাস। বাইরের রঙে পার্থক্য থাকলেও ভেতরের রঙ এক ও অভিন্ন। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, তা মানুষের সৃষ্টি। জাত নিয়ে জালিয়াত করে জুয়া খেলা করছে। শূদ্রকে ব্রাহ্মণ ছুঁলেই জাত যাবে এটা মানুষের সৃষ্টি। জাত ছেলের হাতের মোয়া নয়। ইচ্ছে করলেই জাতের পার্থক্য করা যাবে না। সকল মানুষের একটি ধর্ম তা হচ্ছে মানবধর্ম। মানবধর্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর মানুষ হচ্ছে সৃষ্টির সেরা জীব। তাই বলা যায়, চেতনাগত ভাব প্রকাশে 'মানবধর্ম' কবিতা ও উদ্দীপকে সকল মানুষ একই এবং একরকম। ধর্মে কোন বিভেদ নেই। মানবধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ইচ্ছে করলেই ধর্মের পার্থক্য করা যাবে না।

মনুষ্যবোধ না থাকলে মানুষকে কখনো মানুষ বলা যায় না। মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো মনুষ্যত্ববোধ। এ মনুষ্যত্ববোধ দ্বারা মানুষকে চেনা যায়, জানা যায়। এ পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করে, কিন্তু লালন শাহ সকল মানুষকে এক করে দেখেছেন। তিনি ধর্মের বা জাতের ভিত্তিতে তাদেরকে চিহ্নিত করেন নি। কারণ ধর্ম মানুষের পরিচয়ের মূল মাধ্যম নয়।

'মানবধর্ম' কবিতায় যে ধর্মচর্চার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা হলো মানবধর্ম। লালন শাহ মানবতাবাদী মরমি কবি। সাধক সিরাজ সাঁই বা সিরাজ শাহর শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর তিনি লালন শাহ নামে পরিচিতি অর্জন করেন। তিনি তাঁর 'মানব ধর্ম' কবিতায় মানুষের জাতপাতের পরিচয়কে বড় করে না দেখে মনুষ্যধর্মকে বড় করে দেখেছেন। কারণ ধর্মীয় বা অন্য কোনো পরিচয় মানুষের আসল পরিচয় নয়।

পৃথিবীর সকল মানুষ এক ও অভিন্ন, বাহ্যিক চেহারার মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও ভেতরের রক্তের রঙ সকলেরই এক, তা হলো লাল। এ বক্তব্যে এক ধর্মের কথাটি উঠে এসেছে তা হলো মনুষ্যধর্ম। 'মানব ধর্ম' কবিতার কবি সকল ধর্মকে পরিহার করে সেই মনুষ্যধর্ম চর্চার কথা বলেছেন। কারণ মনুষ্যধর্মই মনুষের প্রকৃত পরিচয়। মানবধর্ম কবিতায় লালন ফকির মানুষের জাত-পরিচয় দিতে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। নিজে কোন ধর্মের বা জাতের এমন প্রশ্ন সম্পর্কে লালন বলেছেন, জাতকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না। মনুষ্যধর্মই মূলকথা। উদ্দীপকেও সেই ধর্মের কথা উঠে এসেছে। কারণ এই ধর্মই মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে ধাবিত করে, মানুষে মানুষে সকল প্রকার ভেদাভেদ দূর করে।